দামুড়হুদায় শ্রেষ্ঠ সচিব নির্বাচিত হলেন নাঈম উদ্দিন

দামুড়হুদায় শ্রেষ্ঠ সচিব নির্বাচিত হলেন হাউলী ইউপি সচিব নাঈম উদ্দিন। গত বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে স্রেষ্ঠ সচিব নির্বাচিত করা হয়।

দামুড়হুদায় সেপ্টেম্বর মাসে উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ১ টি পৌরসভার মধ্যে সর্বোচ্চ জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন সম্পাদন করায় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মো: নাঈম উদ্দিন কে জেলা প্রশাসনের কার্যালয় থেকে শ্রেষ্ঠ সচিব নির্বাচিত এবং পুরস্কৃত করা হয়।

হাউলী ইউপি সচিব নাঈম উদ্দিন বলেন, আমাদের এই ইউনিয়ন পরিষদের জনগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সমস্ত স্টাফ অত্যান্ত ভালো। জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধনের বিষয়ে এলাকার জনগণ খুব সচেতন। সেই সাথে ইউনিয়ন পরিষদের স্টাফদের আন্তরিক সহযোগিতায় আজ এ পর্যায়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। এর জন্য আমি এলাকার জনগণকে এবং ইউনিয়ন পরিষদের সকল স্টাফকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার উপর অর্পিত সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য আমি নিষ্ঠার সাথে পালন করে সমস্ত কাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করছি।

এবিষয়ে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, হাউলী ইউনিয়নে আসার পর থেকেই সচিব নাঈন উদ্দিন পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ফলশ্রুতিতে তিনি উপজেলার শ্রেষ্ঠ সচিব নির্বাচিত হয়েছেন। আমি তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

আলমডাঙ্গায় দুর্গা পূজামণ্ডপ

পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির ও রাত সাড়ে ৮ টায় রথতলা শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার মন্ডপ পরিদর্শন করেন। এসময় স্টেশনপাড়া দুর্গা মণ্ডপে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, সারাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় সাড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সম্প্রীতির বাংলাদেশ।বাংলাদেশে অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে শারদীয় দুর্গা উৎসব পালিত হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্যান্য উপজেলার ন্যায় আলমডাঙ্গাতেও অত্যন্ত চমৎকার ভাবে দুর্গা পূজা উদযাপিত হচ্ছে। এটা দেখে আমাদের খুবই ভালো লাগলো। সকল অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো।
পুলিশ সুপার বলেন, ‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার, দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করছে। আমরা আশা করি আগামীতে আপনাদের এই আনন্দ-উৎসবে আমরা আবারও যোগ দিতে পারব। আলমডাঙ্গা পুজা মন্দির পরিদর্শন করে দেখলাম, এখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভাল। এছাড়া হিন্দু মুসলিম সকল ধর্মের লোক এক সাথে ধর্মীয় উৎসব পালন করছেন। উপজেলার সকল পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা , পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এনএসআই) ডিডি ইয়াছিন সোহাইল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিমউদ্দীন আল-আজাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন, পুনক সভানেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রেজওয়ানা নাহিদ, পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহেল কাফি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) একরামুল হুসাইন, ওসি (অপারেশন) ফরিদুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অমল কুমার বিশ্বাস।

এছাড়া স্টেশনপাড়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দিরের সভাপতি জয় কুমার বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক দেবদাস কুমার ব্যাধ, সহ-সভাপতি ঘন শ্যাম, সাংগঠনিক সম্পাদক তাপস কুমার ব্যাধ, রাম কুমার কর্মকার, শিবু কুমার ব্যাধ। এদিকে, রথতলা শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দিরের সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা, সাধারণ সম্পাদক অসিম কুমার সাহা, সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, সমির কুমার সাহা, পরিমল কুমার ঘোষ, অপু কুমার সাহা,বিশ্বজিৎ সাধু খাঁ প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় ভ্যান চোরকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

আলমডাঙ্গার উপজেলার বিনেতপুর গ্রামে এক ভ্যান চোরকে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী।

গতকাল রোববার বিকেল ৪ টায় উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আটককৃতরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কাকিলাদহ গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে সাদ্দাম হোসেন (৩৫)। সে আন্তঃজেলার চোরচক্রের সদস্য।

স্থানীয়রা জানান, বিনেতপুর গ্রামের মৃত কাবিল উদ্দিনের ছেলে উজ্জল হোসেন। তিনি পেশায় একজন মোটর চালিত পাখিভ্যান চালক। রোববার বিকেলে সে ভ্যান চালিয়ে বসত বাড়ির সামনে রেখে বাড়িতে প্রবেশ করে। ওত পেতে থাকা চোরচক্রের সদস্য কাকিলাদহ গ্রামের সাদ্দাম কৌশলে পাখিভ্যান চুরি করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এসময় এলাকাবাসী চুরির অভিযোগে সাদ্দামকে গাছে বেধে মারপিট করে।

পুলিশ জানায়, পুলিশের জরুরী সেবা ৯৯৯-এ ফোনে এক ভ্যান চোরকে আটকিয়ে গাছে বেধে মারপিট করছে এলাকাবাসী। এমন খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে চোরচক্রের ওই সদস্যকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে হারদি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পুলিশ হেফাজতে নেয়। আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিত কুমার জানান, চুরির ঘটনায় সাদ্দামকে আটক করা হয়েছে। রবিবার রাতেই চুরি মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

দর্শনা কেরুজে পিট পদ্ধতিতে আখ চাষের শুভ উদ্ধোধন

চিনি উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল আখ। সেই আখ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে দর্শনা কেরুজ চিনিকল কর্তৃপক্ষ রিং পিট পদ্ধতিতে আখ চাষের উদ্যাগ গ্রহণ করেছেন।

গতকাল রোববার বেলা ১১ টার দিকে চিনিকলের আওতাধীন ডিহি কৃষি খামার রিং পিট পদ্ধতিতে আখ চাষ পরিদর্শণে আসেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্নসচিব মনিরুজ্জামান। এসময় তিনি বলেন, আখ একটি জনপ্রিয় অর্থকারি ফসল। এটি চিনি উৎপাদনের মূল উপাদান। কি চাহিদার তুলনায় আখ উৎপাদন অনেক কম। এর কারণেও অনেক। সঠিক পরিচর্যা বা চাষাবাদের অভাব, ফসলের বচিতর্য, বিভিন্ন মেয়াদী সবজি ফসলের আবাদ বদ্ধি, ফলের বাগান তৈরী ইত্যাদি কারণ দিন দিন আখ চাষের জমি কমে যাচ্ছে। কম জমিতে অধিক পরিমাণ আখ উৎপাদন করার জন্য দর্শনা কেরুজ চিনিকল কর্তপক্ষ রিং পিট নাম বিশেষ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আখ চাষের উদ্যাগ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে চিনিশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি কৃষকরা যাতে আখ চাষে বিশেষ গুরুত্ব দেয় তার জন্য নানামুখি উদ্যাগ গ্রহণ করেছে কর্তপক্ষ। তারি অংশ হচ্ছে রিং পিট পদ্ধতিতে আখের চাষ।

এছাড়া কৃষকদের আখ চাষের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য বীজ, সার, কীটনাষক সহায়তা দিয়ে থাকে চিনিকল কর্তপক্ষ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আখ চাষ করে অল্প জমিতে অধিক পরিমাণ ও ভালো মানের আখ উৎপাদন করা

যায় শিল্পম্ত্রাণালয় সেলক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। একটিই উদ্দেশ্য চিনিশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এদিকে গত মৌরসুমে ফুরশেদপুর কৃষি খামার অল্পকিছু জমিত রিং পিট পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলকভাবে আখ চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিত জমিত নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে একাধিক গর্ত করা হয়।

এগুলো প্রায় এক থেক দেড় ফুট গভীর করা হয়। এক একটি গর্তের মধ্য ১২ থেকে ১৩টি এমন দুই চোখ যুক্ত আখের টুকরা লাগানো হয়। এ পদ্ধতি ব্যবহার করলে সমপরিমাণ জমিতে সাধারণ আখ চাষের তুলনায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বেশি পরিমাণ উৎপাদিত হয় বলে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষ জানিয়েছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের সুযোগ্য ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, কেরুজ জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া,গ্যারেজ ইন্জিনিয়ার আবু সাঈদ, কেরুজ বাণিজ্যিক বিভাগের ডিহি খামারের ইনচার্জ ইমদাদুল হক।

জীবননগরে ১৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক ২

জীবননগর থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে করেছে।

গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস.এম. জাবীদ হাসানের নিদেশে, জীবননগর থানার এসআই(নি:) এসএম রায়হান সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ সীমান্ত ইউনিয়নে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে নতুনপাড়া গ্রামের আঃ কুদ্দুসের ছেলে মোঃ হারুন অর রশিদ (৩২),এবং গোয়ালপাড়া গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে মোঃ আবুল বাশারকে (৩০) জীবননগরে উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামের ১নং আসামী মোঃ হারুন অর রশিদ এর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে মাদকদ্রব্য ১৬ বোতল ফেন্সিডিল সহ গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় মাদকদ্রব্য

নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান: ২৩ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযানে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বিনা টিকিটে যাত্রীদের ভ্রমনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এর ভিতরে ২১ যাত্রীকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন রেলওয়ের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির হাজতে রাখার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক।

আজ রবিবার সকাল নয়টা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশনে দুটি ট্রেনের অভিযান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিভিশনাল স্টেট অফিসার মো. নুরুজ্জামান।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন নাটোরের লালপুর থানাধীন পুরাতন ঈশ্বরদী এলাকার আমিনুল শেখের ছেলে মুকুল হোসেন, নীলফামারী জেলার মাঝপাড়া এলাকার হোসেন আলীর ছেলে আরিফ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে আলামীন, নাটোর জেলার লালপুর থানাধীন চংখপাইল এলাকার বকতারের ছেলে আশিক, ঢাকা জেলার দোহার থানাধীন বারহা দোয়ার এলাকার গফফুর আলীর ছেলে শাইন, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ গ্রামের সানোয়ারের ছেলে আতিকুল, কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর থানাধীন উত্তর কাঠদহহ এলাকার মিনহাজ্বের ছেলে সুজন আলী, যশোর জেলার দিয়ারা এলাকার মফিজুরের ছেলে বিল্লাল, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানাধীন ইসলামপুর এলাকার আমজাতের ছেলে মামুনী, যশোর জেলার আরএন রোডের মৃত আনারুল হকের ছেলে আমিনুর রহমান, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ এলাকার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে লুৎফর রহমান, খুলনা জেলার শেরেবাংলা রোডের সোনাডাঙ্গা এলাকার মৃত শেখ সাইদুল হকের ছেলে জাহিদ হোসেন,

যশোর বারোবাজার এলাকার মৃত নিয়ামুল মিয়ার ছেলে কিতাব আলী, চাপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট থানাধীন মুছরিভুজা গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে বাবুল আক্তার, পাবনার ঈশ্বরদী গ্রামের মৃত নান্নুর ছেলে রমজান আলী, নাটোরের পুরাতন ঈশ্বরদী গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে ইমদাদুল হক, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার উত্তর কাঠদহ এলাকার ইব্রাহিম খলিলের ছেলে শিপন, একই এলাকার নুর ইসলামের ছেলে ঝন্টু, রাজবাড়ি জেলার উদয়পুর গ্রামের চাঁনখার ছেলে মিলন, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে ইউসুফ আলী ও মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বানদেবপুর গ্রামের হিসাব আলীর ছেলে এনামুল হক।

এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন চুয়াডাঙ্গার গোপালের ছেলে বিষ্ণু ও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কালীপুর গ্রামের নজিরখার ছেলে সোহাগ।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাসুদ রানা বলেন, বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের দায়ে ২১ যাত্রীকে ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক। এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হাজতবাসের নির্দেশ দেন। সাজাপ্রাপ্তদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় বাড়ি থেকে অপহরণের পর নারী মৃতদেহ উদ্ধার

দামুড়হুদার দর্শনায় মনজুরা খাতুন মিম (৩২) নামের এক নারীকে রাতে তুলে নিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার ভাই আলমগীর হোসেন (৩০)। শনিবার (২১ অক্টোবর) রাতে মোহাম্মদপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত মনজুরা খাতুন মিমের লাশ তার বাড়ির পাশের বেগুনক্ষেত থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আহত আলমগীর আশঙ্কাজনক অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার রাত ১০টার দিকে বেশ কয়েকজন দুর্বৃত্তরা দর্শনা মোহাম্মদপুরের আলমগীরের বাড়িতে আসে। এ সময় আলমগীরকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেয়ে হাত-পা বেঁধে পাশের মাঠে রাখে। এ সময় তার বোন মনজুরা খাতুন প্রতিবাদ করলে তাকে ধরে তুলে নিয়ে যায়। রাতভর নিখোঁজ থেকে সকালে তাদের বাড়ির পাশের বেগুনক্ষেতে মনজুরার বিবস্ত্র লাশ পাওয়া যায়।

খবর পেয়ে সকালে চুয়াডাঙ্গার সহকারী পুলিশ সুপার (দ◌ামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা ও দর্শনা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

বিরোধী দলের অরাজকতা রুখে দিয়ে আবারো নৌকায় ভোট দিন

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে সামাজিক সুরক্ষা ও সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে।এ সময় এমপি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অসহায় মানুষের কথা চিন্তা করে দেশে সকল প্রতিবন্ধি, বিধবা, বয়স্ক ও শিশু ভাতাসহ অসংখ্যক ভাতা প্রদান করছে সরকার। শেখ হাসিনা দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে। দেশের উন্নয়নের কথা ভাবে।
অতীতে কোনো সরকার প্রতিবন্ধীদের কথা ভাবেন নাই, গর্ভধারণ নারীদের নিয়ে চিন্তা করেন নাই, গরীবদুঃখী শিশুদের পুষ্টির কথা ভাবেন নাই, অবহেলিত বয়স্ক বৃদ্ধ-বাবা মায়েদের কথা ভাবেন নাই, তাঁরা কিভাবে জীবন যাপন করেন। কোন সরকার দুস্থ রোগীদের চিকিৎসার কথা ভাবেন নাই, শেখ হাসিনার সরকার ভেবেছে।
কোন সরকার ভাবেন নাই, কিভাবে অসহায় পরিবারের শিক্ষার্থীরা

লেখাপড়া করবে, শেখ হাসিনা সরকার ভেবেছে। বঙ্গবন্ধুর নাতনি জননেত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াাজেদ পুতুল আজ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছেন। তিনি সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও তাদের জীবন মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন। তিনি আরো বলেন, আমি আপনাদের সন্তান আপনাদের ভাই, আপনাদেরই ছেলে আরেকবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট চাইছি এবং ভোট দিয়ে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে এবং রাষ্টিয় ক্ষমতায় আবারো শেখ হাসিনাকে বসাতে হবে। আপনারা সবাই নৌকায় ভোট দিবেন। তিনি আরো বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যদি আপনারা ভুল করেন তাহলে বিএনপি জামাত আবারো মানুষকে জিম্মি করবে। সন্ত্রাসের রাজত্বকায়েম করবে। সকল প্রকার ভাতা বাতিল করবে। যদি আরো সুবিধা পেতে চান তাহলে নৌকায় ভোট দিতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্য দোয়া কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন। এর আগে তিনি ভাতাভোগীদের নিকট থেকে সরকারের উন্নয়ন কথা মনোযোগসহকারে শুনেন তিনি।
দামুড়হুদা উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী ব্যাক্তিদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেন উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ও নাটুদা ইউনিয়ন পরিষদ।
দামুড়হুদা উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জেল হকের সঞ্চালনায়, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রোকসানা মিতা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য দেন নাটুদা ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ শফি উদ্দীন ও আব্দুল করিম বিশ্বাস।
এ অনুষ্ঠানের আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ডা.কিচিঞ্জার চাকমা বলেন, আজকে যতো উন্নয়ন দেখছেন এসব আ,লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে হয়েছে। সরকার আপনাদের কথা চিন্তা করে যাতে ঠিকমতো তিনবেলা খেতে পারেন। মাথা গোজার ঠাই থাকে, অসুখে বিসুখে ওষুধ কিনতে পারেন, তার জন্য সব ব্যবস্থা নিয়েছেন। আপনাদের জন্য সরকার আরো সুযোগ সুবিধা যাতে পান তারজন্য আপনাদের ভাবতে হবে।
চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে এগিয়ে যাচ্ছেন, দেশের সকল জনগোষ্ঠিকে সাথে নিয়ে।
অনগ্রসর সকল জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী অসহায় মানুষের কথা চিন্তা করে দেশে সকল গৃহহীন পরিবারকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর, প্রতিবন্ধি, বিধবা, বয়স্ক ও শিশু ভাতাসহ অসংখ্যক ভাতা প্রদান করছেন বর্তমান সরকার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা সজল কুমার দাস, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির, দামুড়হুদা উপজেলা আ, লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, জীবননগর উপজেলা আ,লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মর্তুজা, জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর, জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম, কেরু কোম্পানির লি: এর সাবেক এডিম শাহাবুদ্দিন, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা বিষায়ক অফিসার হোসনে জাহান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আ, লীগের সভাপতি এম হাবিবুল্লাহ বাহার, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সরোয়ার হোসেন, দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যানগন, চুয়াডাঙ্গা ২ নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়ন আ,লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ। দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, জীবননগর উপজেলার সভাপতি আব্দুস সালাম এশা, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রিংকু প্রমুখ।

দামুড়হুদার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন।

শনিবার দুপুর ১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ সরেজমিনে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন পরিদর্শন করেন। পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সনাতন ধর্মাবলম্বী ভক্ত বৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পূজার নিরাপত্তাসহ সার্বিক খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা জেলায় এ বছর ১২১টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি পূজা মণ্ডপে নিজস্ব সেচ্ছাসেবক ছাড়াও সার্বক্ষণিক পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন । এছাড়াও সাদা পোশাকে ডিবি, ডিএসবি এবং ট্রাফিক পুলিশ সার্বক্ষণিক মাঠে কাজ করছেন।পূজা মন্ডপ পরিদর্শন কালে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর, পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) অফিসার ইনচার্জ, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের ইনচার্জ মাহমুদুর রহমান সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালার কর্মীসভা

আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার
আগরওয়ালার কর্মীসভা

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালার পক্ষে আলমডাঙ্গার জামজামি ইউনিয়নে এক

কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার ২১ অক্টোবর বিকেলে জামজামি বাজারে দিলীপ আগরওয়ালার সমর্থক গোষ্টির ব্যানারে এ কর্মি সভা ও শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মি সমাবেশে দিলীপ কুমারর আগরওয়ালা বলেন-দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে বিএনপি-জামাতের আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। বিএনপি-জামায়াত এদেশে র উন্নয়নে বাঁধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্র লিপ্ত। তারা আবারও দেশে জ্বালাও পোড়াওয়ের রাজনীতি শুরু করতে চাই।
মনে রাখবেন সঠিক সময়ে সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। বিএনপি-জামায়াত কিন্তু বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। যদি তারা নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করে তাহলে জনগণ বিএনপি-জামায়াতের এই চক্রান্ত প্রতিহত করবে।
আপনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের মাঝে তুলে ধরবেন। আজকে সাধারণ মানুষ কেনো নৌকায় ভোট দিবে? কারণ এই সরকারের আমলে দেশ উন্নয়নেন রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীর বুকে এগিয়ে চলেছে।
উন্নয়নের এই ধারা অব্য্হত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে। আমি বলি উন্নয়নের সরকার,বার বার দরকার। শেখ হাসিনার সরকার, বারবার দরকার।
তিনি বলেন,আমি কেনো আপনাদের কাছে এসেছি। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন মানুষের মাঝে তুলে ধরতেই আপনাদের কাছে এসেছি। এবং নৌকার পক্ষে ভোট চাইতে এসেছি। নৌকা যেই পাক আমি নৌকার পক্ষের মানুষ। যিনি নৌকা পাবেন আমি তাঁকে বলবো তিনি যেনো স্মার্ট চুয়াডাঙ্গা গড়ে।
যদি আমি সুযোগ পাই,যদি জনপ্রতিনিধি হতে পারি তাহলে আপনাদের সাথে নিয়ে স্মার্ট চুয়াডাঙ্গা গড়তে কাজ করবো।
কর্মী সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ নেতা এস এম আশরাফুল করিম রিপন শাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক কাউসার আহমেদ বাবলু, ৭১’র অগ্নিসেনা বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈনদ্দীন পারভেজ,পদ্মবিলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস,মোমিনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়ার্দ্দার,কুতুবপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, গাংনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান। ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ন সম্পাদক হাজী রবিউল হক,জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক চিৎলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমান, জেলা মৎসজীবি লীগের সভাপতি শাহাবুল হক, খাদিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম,জামজামি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক কামাল হোসেন প্রমুখ।